এই মাত্র

ভূমেন্দ্র গুহ

নাগকেশবের ফুল এই মাত্র ফণা তুলে নিরুপণ করেছে রোদ্দুর
এই মাত্র তার পর ঝ'রে গেল শান্তিনিকেতনে
বৃষ্টির পরেই সব প্রজাপতি ঝাঁকে-ঝাঁকে ঘুরে গেল সকলের বাড়ির উঠোনে
এই মাত্র। এই মাত্র প্রেম সংজ্ঞায়িত হল শিশুদের কান্নায় মাতাদের কুণ্ঠ আলাপের

কষ্টের - সুখের শব্দ, সেই শিশুদের যারা জন্মেছে এক্ষুনি কিংবা সত্তর বছর
আগের প্রত্যুষা ঘেঁষে। যে গেছে, যে আছে আজও, সে-রকম সকল মাতা-ই
সময়ের ভরকেন্দ্রে রয়েছে এখন, তার স্তনবৃন্তে ছোটো সাপ গুটিয়ে রয়েছে,
সঘন ক্ষীরের আঠা শিশুর রক্তিম জিভে এই মাত্র উচ্ছ্রিত হয়েছে।

বারান্দায় ব'সে আছি। সন্ধ্যা ঝুঁকে নেমে আসছে। ইউক্যালিপটাস গাছ সর্বাঙ্গ আমার
সুস্বাদে আক্রান্ত করছে এই মাত্র। ছানি-পড়া চোখ দু'টি সৌন্দর্যে সুস্নাত করছে দেহ।

রাত শেষ হয়ে এল, ভোর হবে

রাত শেষ হয়ে এল, ভোর হবে, এই শেষরাতে পৌঁছে শরীর আমার
মোটামুটি ভাবে এক ভূর্জবৃক্ষ হয়ে উঠছে, বিশেষত এখন, যখন
কালবৈশাখীর মাস, হাওয়া বইলে ঝড় উঠবে, ঝড় হলে আঁধি,
তার পরে ছিটেফোঁটা বর্ষণ হবে না? যত ক্ষণ না হয়েছে, তত ক্ষণ চাঁদ
ভরন্ত নারীর মতো নুয়ে আছে, বৃক্ষটি এখন তার সামনে যেই দাঁড়াল নিভৃতে
মাথা তার উঠে যাচ্ছে স্বর্গের সমীপে, শরীর তেমন ভাবে ভেঁপসে নেই, পাতা
ছিল না—এখন সদ্য গজিয়েছে, ফলত ফলের আশা আছে ব'লে বেড়ে উঠছে দাহে—
যেমন জলের মধ্যে শীতল আগুন জ্বলে ঠিক সে -রকম ভাবে নগ্ন অবয়বে।

বৃক্ষের সমাজে হাঁটা এই বার সমাগত হয়েছে জীবনে। আমি আনত প্রভাতে
সেই সব মাঠে যাই—যেতে পারি—যে সব মাঠের বৃক্ষ ফাঁদ পেতে রাখে,
যাই সেই পৃথিবীতে যে আকুল বিনম্রতা গুপ্ত ক'রে রেখেছে গুল্মে - তৃণে।
অর্থাৎ বৃক্ষরা গ্রীষ্ম পার হয়ে যাবে, যাবে বসন্তের পরে উষ্ণ শীতে।

সুতরাং নিষ্কলঙ্ক অরণ্যে হাঁটার তুল্য সৌম্য নেই, সার্থকতা নেই,
কেননা চাঁদের বিভা নব্য পাতাদের গাছে ভেঙে পড়ছে, পড়ছে না আবার।
গভীর ভরাট ঋতু, তবু যে কয়েকটি আম প'ড়ে আছে, ছুঁয়ে তাকছে বৃষ্টিভেজা আঁধি,
তারা যে গন্ধের আভা মেলে দিচ্ছে তা ভালোবেসেছে বৃক্ষ তিতিরপাখিরা।

তার যোগ্য কিছুতেই নই আমি

তার যোগ্য কিছুতেই নই আমি— নোংরা বাতুল অলপ্পেয়ে।
সারা গায়ে এত বেশি ভিখিরি আদেখলাপানা লেগে আছে সামান্য ছুঁলেই
অসভ্যতা বেড়ে ওঠে। স্বভাবে সভ্যতা নেই, গ্রামীণ বাল্যের স্পর্ধা আছে।
তবুও নারীটি বলল, কেন বলল, সন্ধ্যার স্বল্পায়ু রোদে বারান্দায় ব'সে
যে-বইটি সে পড়ছিল তেপয়ের উপরে রেখে বুকখোলা আলগা অবান্তর
এ-বার সে গা ধুতে যাবে—জলের নির্জনে যাবে;—জলের সুগম তাপে যাবে?

যাবে যাক। কেন সে এ-কথা আমাকেই ? আমি তার সাথে (ভেবেছে কি?)
জলের নিকটে যাব এক সঙ্গে— যে এমন নোংরা বাতুল অলপ্পেয়ে?
যাব আমি, আমাকে সে পরিস্রুত ক'রে নেবে জলে ধুয়ে—এ-রকম বলতে চেয়েছে?

যে-বই সে পড়ছিল — 'শেষের কবিতা' — পড়া মানে কথঞ্চিৎ রোগাশোকা প্রেম
রান্না ক'রে তুলতে পারা প্লেটোনিক মশলা দিয়ে অবাস্তব শর্করা মিশিয়ে;—
কিন্তু এই মাত্র তার চোখ জ্বলল সেই ভাবে মোমে আলো জ্বললে যে-রকম

হয়ে ওঠে। (ভুল দেখছি?) আমার এমন হল আশরীর মকসোকরা অসভ্যতাগুলি
ন'ড়ে - চ'ড়ে উঠতে লাগল; মনে হল, তাকে আমি বীতশোক জলের সংস্থানে অনায়াসে
বুকের ভিতরে নিয়ে ব্যথা দিতে পারি খুব, যে-জলবিছুটি - পাতা স্থান-কালে নিজস্ব আমার

তা- ও তার সারা অঙ্গে নির্দয় বোলাতে পারি, স্বভাবে সভ্যতা নেই, নোংরা বাতুল অল্পপ্পেয়ে!
আমি তবে জল! জল যার উদগীর্ণ নীলিম বাষ্প ছ্যাঁকা দ্যায়! গ্রাম্য নদীটির আদি জল!

নিজেকেই বলি, লেখো

নিজেকেই বলি, লেখো, নক্ষত্রের পূজাপাঠ লেখো।
আকাশ যে ঝুঁকে আসছে তোমার একক পথে, সেই বাঁকটিকে লেখো।
যে-সব অক্ষর লিখবে দেখো যেন তারা সব মুক্ত থাকে সিসের কঠিন বিষ থেকে।
কৈশোরের সুগন্ধ ছিল নারীর স্তনের বর্ণাভাসে, তা-ও লিখো। লিখো সে - হাওয়াও।
রুপোলি যে-তারাটিকে জলে যেতে দেখেছিলে এক দিন সন্ধ্যার অকূলে, তা-ও লিখো;
কিছু ক্ষণ ভেসেছিল, তার পর ডুবে গিয়েছিল, সেই ডুবে - যাওয়াটিকে লিখো।
নিজের মুখের ছবি কখনও লিখো না, তার মানুষের - প্রতিলিপি বড়ো বেশি ক্ষুধায় কাতর,
অবিশ্বাসী; শ্বাস - প্রশ্বাস তার চেতনার গলিঘুঁজি দৃশ্যাবলি তোমার লেখার বাইরে থাক।
বরং অগ্নিকে লেখো, অর্থাৎ পিতাকে লেখো, অর্থাৎ মাতাকে লেখো, লেখো দেবতাকে।
এবং স্থানের কথা লেখো—সময়ের মুখশ্রীর রেখা—লেখো তার অপ্রেম - প্রেম।
লিখতে গেলে যে - রকম শূন্যতার সৃষ্টি হবে— আগুনে পুড়েছে ব'লে মোহিত শীতল—
মেয়েটি পুড়েছে ঢের — ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কবে— সেই সব ছাড়া কোনও বিপক্ষীয় মানুষ লিখো না।